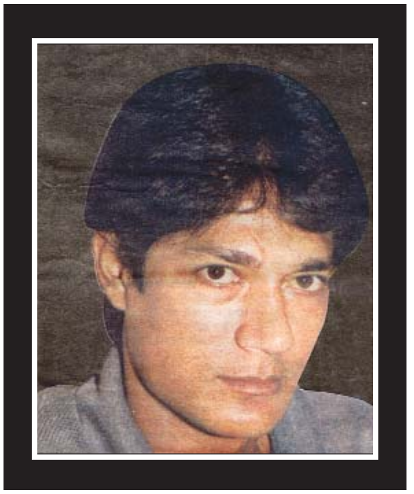

বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা ফুটবলার মোনেম মুন্না

মোনেম মুন্না- বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা ফুটবলার। সালাউদ্দিন, এনায়েত, মঞ্জু, নান্নু, কায়সার হামিদ... সবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও এ কথা বলা যায়। শুধু বাংলাদেশের নয়, উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটেও মুন্না বড় ফুটবলার, সম্ভবত সবচেয়ে বড়। ফুটবলের এই কিংবদন্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হবার দু'তিন দিন আগে কথা বলেছিলেন অঘোর মন্ডলের সঙ্গে। অঘোর মন্ডল যখন লেখাটি জমা দিয়েছেন তখনও মুন্না অসুস্থ হননি। লেখাটি ছাপা হবার কথা ছিল আগেই। বিশেষ সংখ্যার কারণে ছাপতে দেরি হয়ে যায়। আর এই লেখা যখন ছাপা হচ্ছে তখন মুন্না চলে গেছেন অনেক অনেক দূরে...। ...এটা তার চলে যাওয়ার সময় ছিল না। বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর। মোনেম মুন্নার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, আর শোকার্ত পরিবারের প্রতি রইলো সহানুভূতি

অঘোর মন্ডল

ক্রিকেট কাভার করতে এসেও ভারতীয় সাংবাদিকরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এক ফুটবলারকে! যিনি রীতিমতো সাবেকদের দলে। 'সাবেক'-এর তকমাটা তার গায়ে লেগেছে সেও বছর আটেক হলো। তবুও ভারতীয় সাংবাদিকদের চোখে বিপণনযোগ্য তারকা নাকি তিনিই! যে কারণে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের অলিগলি খুঁজে অবশেষে তার কাছেই ছুটলেন তারা। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছে বাংলাদেশের ফুটবল এখন ধুঁকছে, যেমন দু'টি কিডনি হারিয়ে ধুঁকছেন মোনেম মুন্না। এখনো বাংলাদেশের ফুটবল বলতে মোনেম মুন্না! এবং এর মধ্যে দিয়ে এদেশের ফুটবলের রুগ্ন চেহারা যেমন ভেসে উঠছে তেমনি আর একটা তথ্য নতুন করে বেরিয়ে আসছে। মোনেম মুন্না শুধু তার সময়ের বড় তারকা ছিলেন তা নয়। মুন্না-পরবর্তী সময়েও তার থেকে বড় তারকা পায়নি এদেশ!

ফুটবল ধুঁকছে। কিন্তু জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়েও মোনেম মুন্না মনে করেন তার বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণাও নাকি এই ফুটবল। তার ভাষায়, 'ফুটবল-ই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি যখন অসুস্থ হলাম তখন মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা, যে সহানুভূতি পেলাম সেটা তো ফুটবলের জন্য। আমি ফুটবল খেলে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছিলাম বলেই মানুষ আমাকে মনে রেখেছে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। এখনো বাঁচার অনুপ্রেরণাটুকু পাই ফুটবলের জন্যই।' যে ফুটবলের প্রতি এতো মমতা, এতো ভালোবাসা, সেই ফুটবল অঙ্গন নিয়ে তার ক্ষোভও প্রচন্ড! বাংলাদেশের ফুটবল যে এখন তার মতো রুগ্ন হয়ে আছে তার জন্য দায়ী কারা? প্রশ্নটা উঠতেই চাপা ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের অধিনায়ক। 'কিছু রাজনীতিবিদ আর ব্যবসায়ী তাদের নিজেদের স্বার্থে ফুটবলকে ব্যবহার করছে। তারা কেউ ফুটবলের জন্য ফুটবল অঙ্গনে আসেননি। তাদের কাউকে কাউকে আনা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য। আবার কেউ কেউ এসেছেন ফুটবলের সাইনবোর্ডটা ভাঙিয়ে ব্যবসায়িক ফায়দা নেয়ার জন্য! যে কারণে সবার লাভ হচ্ছে আর নিঃস্ব হচ্ছে শুধু ফুটবল।'

যে রাজনীতিবিদ আর ব্যবসায়ীদের দোষ দিচ্ছেন মুন্না নিজেও এই দুই গোত্রের। নিজেও এখন সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়েছেন। আওয়ামী রাজনীতির অনুসারী তিনি। আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রীড়া সম্পাদক তিনি। আর ব্যাবসাটা করছেন ফুটবল ছাড়ার পর থেকেই। ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্কেরও ইতি টানতে পারেননি পুরোপুরি। আবাহনীর ফুটবল টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন জার্সি খুলে বুটজোড়া ঝুলিয়ে রাখার পর থেকেই। তা হলে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীদের প্রতি ক্ষোভটা একটু বেমানান মনে হয় নাকি? এবার সেই বিখ্যাত ডিফেন্ডারের মতো নিজের অবস্থানকে আগলে রাখার চেষ্টা করলেন মোনেম মুন্না। তার ব্যাখ্যা, 'আমার নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার আগে আমি একটু পেছনে যেতে চাই। এদেশের ফুটবলে রাজনীতির শেকড় কিভাবে

ঢুকলো সেটা জানাতে চাই। এরশাদ সাহেব যখন ক্ষমতায় তখন ক্রীড়াঙ্গনেও নিজের অবস্থান আরো জোরদার করতে দেশের বিভিন্ন ক্লাবগুলোতে তার মন্ত্রী, এমপিদের ঢোকালেন। উদ্দেশ্য ছিলো একটাই, ক্রীড়াঙ্গনে নিজের অবস্থান আরো একটু সুসংহত করা। এরশাদ সরকারের পতনের পর যারা ক্ষমতায় এলেন তাদের একটা অংশ রাতারাতি ক্রীড়া সংগঠক বনে গিয়ে বিভিন্ন ক্লাবে ঢুকলেন। এখনো সেভাবেই চলছে। আবার কেউ কেউ দেখলেন ব্যবসার জন্য ফুটবল খুব ভালো জায়গা। তারা ব্যবসায়িক হাতিয়ার হিসেবে ফুটবলকেই বেছে নিলেন। এর ফলে কি হলো? ফুটবল নিয়ে কেউ ভাবছেন না। ফুটবল কেন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, ফুটবলের মান কেন পড়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে ভাবার লোক কোথায়? আর আমি ফুটবল ছেড়ে ব্যবসায় এসেছি। আমি আগে ফুটবলার ছিলাম তারপর ব্যবসায়ী। আর রাজনীতিতেও তাই। আমি আগে ফুটবলার তারপর রাজনীতিবিদ। আমি রাজনীতিতে আসিনি। বরং রাজনীতি আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে। আমার রাজনীতিতে আসা বলতে পারেন আমার ফুটবল কেরিয়ারের এক ধরনের স্বীকৃতি। জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেই আমাকে যুবলীগের ক্রীড়া সম্পাদক করেছেন। আমি ক্রীড়াঙ্গনের লোক তাই হয়তো আমাকে ক্রীড়া বিভাগের একটা দায়িত্ব দিয়েছেন। ফুটবল ভাঙিয়ে নতুন করে আমার পাওয়ার কিছু নেই। এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই বাংলার মানুষের যে ভালোবাসা পেয়েছি, আমি তাতেই ধন্য। এটা একজন মানুষের জীবনে অনেক বড় পাওনা।'

একজন ফুটবলারের জীবনে সবচেয়ে বড় পাওনা মানুষের ভালোবাসা। সেই ভালোবাসায় সিক্ত মোনেম মুন্না। কিন্তু তারপরও কি তার ফুটবল কেরিয়ারে অতৃপ্তি ছিলো না? ছিলো। এবং সেটা মোনেম মুন্না নিজেও স্বীকার করেছেন। 'ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলে আমি সাফল্য পেয়েছি। বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে বিদেশের মাটি থেকে ট্রফি জিতে এনেছি। মায়ানমার থেকে আমার নেতৃত্বে বাংলাদেশ চারজাতি টুর্নামেন্ট জিতেছিলো। ওটাই বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জয়। কিন্তু আমার অতৃপ্তি ফুটবল কেরিয়ারে কখনোই সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য হতে পারলামনা! সেই আক্ষেপটা সারা জীবন থেকে যাবে।'

আবাহনী এবং ইস্টবেঙ্গলের হয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলা দু'বাংলা কাঁপিয়েছেন মোনেম মুন্না। দু'বাংলার মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। এখনও পাচ্ছেন। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে তিন মৌসুম খেলেছেন ইস্ট বেঙ্গলের লাল হলুদ জার্সি গায়ে। ঐ জার্সি গায়ে জড়ানোর পর তিনি নতুন করে উপলব্ধি করেছেন দু'বাংলার মানুষের মাঝে সেতুবন্ধ হতে পারে ফুটবল। তার কথা,

'এপার বাংলা থেকে গিয়েও আমি যে ভালোবাসা পেয়েছি ওপার বাংলার মানুষের কাছ থেকে সেটা অভাবনীয়। ইস্ট বেঙ্গল মাঠে প্র্যাকটিসের পর হাজার হাজার মানুষ এসেছে আমার সঙ্গে একটু হাত মেলানোর জন্য। সাত থেকে সতের, সাতাশ থেকে সাতচল্লিশ, সাতান্ন থেকে সাতাত্তর সব বয়সের লোক দেখেছি সেই মানুষের ভিড়ে। এর আরো একটা কারণ হয়তো ছিলো, ওদের শেকড় তো এ বাংলাতেই। এ বাংলার এক ফুটবলারকে তারা তাদেরই প্রতিনিধি মনে করতো। বাংলাদেশের একজন মানুষ হিসেবে এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওনা।'

কিন্তু একজন মুন্নাকে পেয়ে এদেশের ফুটবলকে যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে বছরের পর বছর আরো একজন মুন্নার জন্য! এবং এটাই হচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবলের রুগ্ন চেহারার নতুন প্রতিচ্ছবি!